১১-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – বাবার সমান ঈশ্বরীয় সহযোগী হয়ে আসুরী সমাজকে দৈবী সমাজ বানানোর সেবা কর, সার্ভিসের শখ রাখো।

প্রশ্নঃ- পুরাতন দুনিয়াকে ভোলানোর চেষ্টা করা হলেও অনেক বাচ্চা-ই ভুলতে পারে না, এর কারণ কি?

উত্তরঃ- ওদের কর্মবন্ধন খুব কড়া হয়। যদি নতুন দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধি আকৃষ্ট না হয় এবং বুদ্ধি বারবার পুরাতন দুনিয়ার দিকেই ছুটে যায়, তাহলে বলা হবে যে ওর ভাগ্যেই নেই। অর্থাৎ ওর কর্ম-ই খারাপ।

প্রশ্নঃ- কিসের স্বাদ যদি একবার পেয়ে যাও তাহলে তোমরা সেবা না করে থাকতেই পারবে না?

উত্তরঃ- দয়ালু হওয়ার স্বাদ। যে জ্ঞানের স্বাদ পেয়েছে, সে-ই দয়ালু হতে জানে। দয়ালু বাচ্চারা সেবা না করে থাকতেই পারবে না।

গীতঃ- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি। যে কথাটা এখন শুনলে সেটা হল - তুমি হলে ভালোবাসার সাগর। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই বাবা-ই হলেন সবথেকে বেশি প্রিয়। বাবাকে যখন স্মরণ করো তখন উত্তরাধিকারও স্মরণে এসে যায়। বাবার কথা যার স্মরণে আসবে এবং নিশ্চয় হয়ে যাবে, সে অবশ্যই খুশিতে থাকবে। এমনিতে তো শিবের মন্দিরে গেলে শিবলিঙ্গকে শিববাবা-ই বলে। কিন্তু ওদের কেন এত খুশি হয় না? ওরা তো শিবলিঙ্গের ওপর দুধ, ফুল, ফল ইত্যাদি দেয়। তোমাদের তো এইরকম দুধ ঢালার দরকার-ই নেই। নিরাকার ভগবান - তিনিই হলেন পিতা। ভক্তের ভগবান আবার রচয়িতাও। তিনিই এই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেছেন - এইরকম গায়নও করা হয়। ওরা তাঁর ভক্তি করলেও, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের যতটা খুশি পারদ চড়ে, ততটা আর কারোর ক্ষেত্রে হয় না। ভগবানের নাম শুনলেই তোমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। বুদ্ধিতে আসে যে বাবার কাছ থেকে আমরা বাবার ঘরের এবং বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাই। বাচ্চারা তো বাবার ঘরেই জন্ম নেয়। এক্ষেত্রে তো কোনো অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। সম্পত্তির মধ্যে কারখানা, জমি ইত্যাদি বাইরে এখানে ওখানে থাকে। যদিও ঘরটাও সম্পত্তির অংশ, কিন্তু সম্পত্তির অদল-বদল হয়। ঘরকে স্থায়ী সম্পত্তি বলা হয়। বাকি সম্পত্তিকে অস্থায়ী সম্পত্তি বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার ঘরের মালিক হই, যেটা কখনোই অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। স্যুইট হোমের কখনো পরিবর্তন হবে না। এছাড়া রাজত্বের মধ্যে তো কত পরিবর্তন হয়। এটা হল অস্থায়ী, আর ওটা হল স্থায়ী। মুক্তিধাম হল চিরস্থায়ী। এখানে তো অদল-বদল হয়। সূর্যবংশীদের পর চন্দ্রবংশী এবং বৈশ্যবংশীরা আসে। মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্পত্তির মালিক হও। তোমরা জানো যে বাবার স্থায়ী সম্পত্তির মালিক তো সকলেই হয়। কিন্তু যেটা অস্থায়ী সম্পত্তি সেটা বাচ্চারা ক্রমানুসারে পেয়ে থাকে। তোমরাই সবথেকে বেশি এবং ভালো সম্পত্তি পাও। তোমরা স্বর্গে রাজত্ব করো। চার যুগের মধ্যে ভারতবাসী ব্রাহ্মণকুল-ই হল মুখ্য। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তারা সবাই

তো পুরো চক্র আবর্তন করবে না। এই ধর্মের কেউ যদি অন্য কোনো ধর্মে কনভার্ট (ধর্মান্তরিত) হয়ে যায় তাহলে সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মে অনেকজন কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। এইরকম অনেকেই কনভার্ট হয়ে গেছে। দেখে বোঝা যায় যে একদিন এইরকম সময়ও আসবে। যেকোনো ব্যক্তি এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে। সৃষ্টিচক্রকে জানা তো অতি সাধারণ ব্যাপার। যতই বোকা হোক না কেন, এটা তো বুদ্ধিতে ধারণ হয়, তাই না? এমন নয় যে সৃষ্টি চক্রকে জানলে সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। না, এটা তো একটা পড়া। ওটা হল হদের পড়া, আর এটা হল বেহদের পড়া। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় তা কেবল তোমরাই জানো এবং তোমাদের বুদ্ধিতেই এটা থাকে। অন্যান্য ধর্মগুলো তো পরে পরে আসে। এই জ্ঞান খুবই সহজ। কেউ কেউ তো অনেক চেষ্টা করে তারপর বুঝতে পারে। কিন্তু এরপর সেইরকম ভাল যোগী হতে হবে। সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। সৃষ্টিচক্রকে তো জেনেছ, কিন্তু স্থিতিও সেইরকম হতে হবে। সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। কোনো না কোনো বাধা এসেই যায়। নিজেই বলে যে আমার মধ্যে মিষ্টি ভাবে কথা বলার গুণ নেই। তাই পুরুষার্থ করতে হয়। এইম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। কাল রাতেও বাবা বুঝিয়েছিলেন যে তোমরা এইভাবে লিখতে পারো যে, আমরা ৫ হাজার বছর আগের মতো পুনরায় এই রাজযোগ শিখছি। যেকোনো জায়গায় প্রদর্শনী কিংবা প্রোজেক্টার দেখানো হলে, এই আশ্চর্যজনক কথাটা অবশ্যই লিখে রাখতে হবে যে, ৫ হাজার বছর আগের মতো পুনরায় তোমাদেরকে এই প্রদর্শনীর দ্বারা রাজযোগ শেখার জন্য যুক্তি বলছি। বাবা বলছেন, ৫ হাজার বছর আগের মতো শ্রীমৎ অনুসারে এই পুরুষার্থ করছ। ওরা তো বলে যে কল্পের আয়ু হল লক্ষ বছর এবং কলিযুগ এখনো শিশু। তোমরা বল যে, ৫ হাজার বছর আগের মতো আমরা দৈবী স্বরাজ্য পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এরা কি লিখেছে? যদি ওরা বলে যে সত্যযুগের পর লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে দেবতাদের এত জনসংখ্যা এখন কোথায়? হিন্দুদের জনসংখ্যা তুলনামূলক কম হয়। হিন্দুরা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। কত হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। তাদেরকে শেখ (আরব উপজাতি) বলা হয়। এইরকম অনেক মানুষ রয়েছে। কেউই নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বী মনে করে না। হিন্দু ধর্মকে আদি সনাতন বলে দেয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম তো আদি সনাতন ধর্ম নয়। এটা খবরের কাগজেও দিতে পারো। ম্যাগাজিনের বিষয় নয়। লক্ষ্য লক্ষ্য খবরের কাগজ ছাপা হয়। তবে হ্যাঁ, ওরা অনেক টাকাও নেয়। কিন্তু তাদেরকে যদি বিষয়টা বুঝিয়ে দাও, তাহলে তারা ছাপার জন্য রাজি হতে পারে। চক্রের ছবিও ছাপাতে পারো। বাবা যে প্রশ্নটা লিখেছিলেন – 'গীতার ভগবান কৃষ্ণ না শিব?' - সেটাও খবরের কাগজে দিতে পারো। কখনো ওরা ছাপার জন্য টাকা নেয়, কখনো বিনা পয়সায় ছেপে দেয়। খুব ভাল খবরের কাগজে ছাপাও। কিন্তু বারবার পড়লে তবেই মানুষের চোখ খুলবে। একবার ছাপালে কেউ পড়বে আর কেউ পড়বে না। যদি প্রতিদিন দেওয়া হয় তাহলেই মানুষের চোখ খুলবে। তারপর এসে বুঝবে। পুরুষার্থ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অনেক মায়ার বিঘ্ন আসে। পরিশ্রম তো করতেই হবে। খবরের কাগজে ছাপানো, প্রদর্শনী করা...। প্রদর্শনী তো কেবল একটা গ্রামে হয়। কিন্তু খবরের কাগজ তো সব জায়গায় যায়। সারাদিনই এইসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কি করা হবে তা বর্ণনা করা হয়। কিভাবে সেবার বৃদ্ধি করা হবে? তোমরা হলে সত্যিকারের ঈশ্বরীয় সাহায্যকারী। সমাজ সেবা করা মানে তো সাহায্য করা, তাই না? তোমরা বাচ্চারা জানো যে ঐগুলো সব আসুরী সমাজ। এখন ঐগুলোকে দৈবী সমাজ বানাতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার সমাজকে স্বর্গে নিয়ে যেতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার নৌকা এখন ডুবে যাচ্ছে। অতীতে এই দুনিয়া স্বর্গ ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে। এই চক্র কিভাবে

আবর্তিত হয়? এটা তো ড্রামা। যখন স্বর্গ ছিল তখন নরক ছিল না। তাহলে কোথায় চলে গিয়েছিল? নিচে। ড্রামা পুনরায় আবর্তিত হবে। এটা হল চৈতন্য নাটক। প্রতি সেকেন্ডে যা কিছু অভিনীত হয়, সেইসব তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। অন্য কেউ তো কিছুই বুঝতে পারবে না। ড্রামাকে বুঝে গেলে আর এটা বলবে না যে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর। স্বস্তিকা চিহ্নটাও একেবারে সঠিক। স্বস্তিকার পূজাও করা হয়। কিন্তু ওরা জানে না যে এটা আসলে কি? এর কোনো অর্থই হয় না। তাই এই সৃষ্টিচক্রটা বোঝাতে হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। তোমরা বলো যে আমরা মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। এটা হল রাজযোগ। ত্রিমূর্তির চিত্র তো সারাদিন বুদ্ধিতে থাকে। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব পাওয়া যায়। শঙ্করের দ্বারা এই আসুরী সৃষ্টির বিনাশ হয়। ব্যস, বুদ্ধিতে যেন কেবল এই বিষয়েই চিন্তন চলতে থাকে। অনেক খুশিতে থাকতে হবে। বাবা লকেট বানাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। ব্যাগের ওপরেও এই ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টিচক্রের ছবি ছাপাতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিতেও সবকিছু আছে। কৃষ্ণের কথাও রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিচক্রের ছবিতে নেই। একটা ছবিতে কিভাবে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব? তাই ওটা এরপরে আলাদা ভাবে বোঝানো হয়। বাবার বুদ্ধিতে সারাদিন কেবল এই চিন্তন চলে যে ওরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির কত সুন্দর ভাবে বানায়, কিন্তু কেউই জানে না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিংবা রাধা-কৃষ্ণ কে ছিল? তোমরা এখন অনেক জ্ঞান পেয়েছ। তাই প্রচুর খুশি হতে হবে। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সেবা করতে পারো। শ্রীনাথদ্বারে গিয়েও বোঝাতে পারো। যারা মন্দিরের ট্রাস্টি তাদেরকে বোঝাও। ক্যাসকেট (বাবার লাইট) নিয়ে কোনো বড় ব্যক্তিকে বিস্তারিত ভাবে বোঝালে খুব খুশি হবে। সে ভাববে, এতো যেন স্বয়ং ভগবান এসে বোঝাচ্ছেন। কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে সেবার অনেক শখ থাকে। কিন্তু বড় বড় ব্যক্তিদের কাছে যায় না। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সেবা করতে পারো। এতে তো কিছুই খরচ হবে না। প্রথমে ওরা ভাববে যে এরা বোধহয় কিছু নেওয়ার জন্য এসেছে। সেবার জন্য অনেক যুক্তি বার করতে হবে। নয়তো সময়ের অপচয় হয়। প্রত্যেককে নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করতে হবে। অনেক দয়ালু হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে। জ্ঞানের স্বাদ না থাকলে দয়াভাবের স্বাদও আসে না। নয়তো তোমরা বাচ্চারা খুব ভালো সেবা করতে পারতো। বাবা তো সেবার জন্য অনেক যুক্তি বলেন। শোনে আর চলে যায়। সার্ভিসের অনেক শখ থাকতে হবে। তাহলেই উঁচু পদ পাবে। এই ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টিচক্রের ছবি নিয়ে অনেক সেবা করতে পারো। যদি কোনো বিদেশি আসে, তাহলে তাকেও বোঝাও। কত সুন্দর জ্ঞান। এটা হল বিশ্বের ইতিহাস এবং ভূগোলের জ্ঞান। সন্ন্যাসীরা ভারতের প্রাচীন রাজযোগের জ্ঞান দেওয়ার জন্য বাইরে যায়। কিন্তু তারা এটা দিতে পারে না। তোমাদের কাছে চিত্রসহ সকল কাহিনী রয়েছে। কিন্তু বোঝানোর জন্য হিম্মত চাই। যদি তোমরা প্রোজেক্টারে সব ছবি দেখিয়ে জ্ঞান শোনাও তাহলে খুব ভাল হবে। বিদেশেও প্রোজেক্টারের দ্বারা খুব ভালো ভাবে জ্ঞান দিতে পারো। যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে পারো। সাথে করে সমস্ত স্লাইড নিয়ে যাও। ইংরেজিতে হলে ভাল হয়। পরিশ্রম করতে হবে। সকলের বুদ্ধিযোগ শিববাবার সাথে জুড়ে গেলে দ্রুত স্থাপন হয়ে যাবে। বাবাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বোঝাচ্ছেন, বিভিন্ন মত দিচ্ছেন। কিন্তু যে নেবে তাকেও খুব বিচক্ষণ, চালাক এবং বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। স্লাইডের লেখাগুলো খুব স্পষ্ট হতে হবে যাতে মানুষ পড়তে পারে। হিন্দি এবং ইংরেজি দুটো ভাষাতেই লিখতে হবে। উর্দু এবং মাদ্রাজি ভাষাতেও বানাতে হবে। তাহলে প্রোজেক্টারের দ্বারা যেকোনো জায়গাতে বোঝানো খুব সহজ হয়ে যাবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। তবেই ভালো পদ পাওয়ার আশা করতে পারো। নাহলে আর কি পদ পাবে? বেচারা মানুষেরা খুব দুঃখী। বাবার পরিচয় দিলে খুশি হয়। বাবাকে কখনো দেখেনি। পত্রতে লেখে

- বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। কতজন বন্ধনে রয়েছে। এই বন্ধন তখনই কাটবে যখন তোমাদের নাম ছড়াবে, প্রভাব বিস্তার হবে। নিজের সমগোত্রীয়দেরকে জেল (মায়া রাবণের) থেকে বার করতে হবে। সেবা না করলে আর কি পদ পাবে। অন্তিমে সব সাক্ষাৎকার হবে। তখন যা যা ভুল করেছ, সব মনে পড়বে। বাবার বাচ্চা হয়েও কি কি ডিস-সার্ভিস করেছ সেগুলো বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন। তখন আফসোস হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভালো ভাবে সেবা করতে হবে। বাবার ভালো ভালো কন্যা প্রয়োজন যারা সেবা করতে পারবে। বিচার করতে হবে যে বাবার সেবাতে এমন কি সহযোগ করব যাতে আমাদের স্বরাজ্য দ্রুত স্থাপন হয়ে যায়। সার্ভিসের জন্য শখ থাকতে হবে। পাথর-বুদ্ধিকে পারস-বুদ্ধি বানানোর জন্য সেবাধারী বাচ্চাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, এটা কোনো কম কথা নয়। বাচ্চাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে কারণ আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। কিন্তু গুপ্ত ভাবে। কর্ম বন্ধনের হিসাবও অনেক কড়া। এরজন্য পুরাতন দুনিয়াকে ভুলতে পারে না। ধূলা এবং ছাইতে বুদ্ধিযোগ আটকে থাকে। নুতন দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধিযোগ আকৃষ্ট হয় না। একেই বলা হয় খারাপ কর্মের ফল। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। এমন কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয়, যার জন্য শাস্তি পেতে হবে। খুব মিষ্টি হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) বাবা আমাদেরকে স্থায়ী এবং অস্থায়ী সম্পত্তির মালিক বানাচ্ছেন - এই খুশি এবং নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান:- সকল কর্মেন্দ্রিয়কে 'ল এবং অর্ডার' অনুসারে পরিচালনা করতে সক্ষম মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।

সে-ই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান রাজযোগী, যে রাজা হয়ে নিজের কর্মেন্দ্রিয়রূপী প্রজাদেরকে 'ল এবং অর্ডার' অনুসারে পরিচালনা করতে পারে। রাজা যেমন রাজ্য দরবারের আয়োজন করে, সেইরকম তোমরাও নিজের রাজত্বের কর্মচারী অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়দেরকে নিয়ে রোজ দরবার (বিচারসভা) বসাও এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে কোনো কর্মেন্দ্রিয় বিরোধিতা করে না তো? সবাই কন্ট্রোলে আছে তো? যে মাস্টার সর্বশক্তিমান, তাকে কোনো কর্মেন্দ্রিয় কখনো ঠকাতে পারবে না। স্টপ বললেই স্টপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সঠিক সময়ে সকল শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করা - এটাই হল সর্বশক্তিমান হওয়া।